কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট ৮

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ১১৯টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

চলমান কোভিড-১৯ অতিমারি বাংলাদেশ সহ সারাবিশ্বকে চরম সংকটের মুখে ফেলেছে। সম্প্রতি করোনা প্রতিষেধক বাজারে আসার পরে বিশ্ব ও দেশব্যাপী এক আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বাংলাদেশে টিকার লভ্যতা, অর্থায়ন, বিতরণ, সংরক্ষণ এবং পরবর্তী সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। এই প্রেক্ষিতে একটি সমন্বিত আলোচনার জন্য গত ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ-এর সহযোগীতায় "কোভিড-১৯ টিকা: বাংলাদেশে কে, কখন, কীভাবে পাবে?" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করা হয়। সংলাপের সারসংক্ষেপ এই ব্রিফিং নোটে তুলে ধরা হয়েছে।

কোভিড ১৯ টিকা
বাংলাদেশে কে, কখন, কীভাবে পাবে?

প্রেক্ষিত

কোভিড ১৯ অতিমারি শুরু হবার পর থেকেই সবাই টিকার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় দ্রুত গতিতে এই টিকা আবিষ্কারও হয়েছে। সেই টিকা এখন বাংলাদেশে আসছে। এই টিকা কে, কখন, কীভাবে পাবে এ নিয়ে সরকারের একটি পরিকল্পনা থাকলেও অতটা ব্যাপকভাবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়নি। মানুষ টিকা নিতে চায় কি না, সেটাও এখন একটা বড় আলোচনা ও বির্তকের বিষয়। এ প্রেক্ষিতে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম "কোভিড ১৯ টিকা: বাংলাদেশে কে, কখন, কীভাবে পাবে?" শিরোনামে একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজনে করে। সংলাপের শুরুতে প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ সংলাপের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অন্তত পাঁচটি টিকা বাজারে আসার মতো অবস্থায় রয়েছে। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের সাথে বাংলাদেশের ইতিমধ্যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ দুই ধাপে মোট তিন কোটি ডোজ টিকা পাবে। টিকার কার্যকারিতা নিয়ে যেমন উদ্বেগ আছে, তেমনি টিকার লভ্যতা বা প্রাপ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ সবাই টিকার আওতায় আসবে কি না, তা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। এ ছাড়া টিকা সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য যে ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, তাও দেশে আছে কি না, সেটাও উদ্বেগের কারণ। অর্থাৎ টিকার সঙ্গে চারটি প্রসঙ্গ সরাসরি জড়িত- লভ্যতা-অর্থায়ন-সংরক্ষণ-বিতরণ। এসব নিয়েই এখন আলোচনা হচ্ছে। এ ছাড়াও সবার জন্য টিকা বাধ্যতামূলক হবে কি না, এবং টিকা পরবর্তী সময়ে কী ধরনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে, তাও আলোচনার দাবি রাখে।

সূচনা বক্তব্য

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. মুশতাক রাজা চৌধুরী তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন- বিজ্ঞানের জয় হয়েছে; টিকা এসে গেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এত তাড়াতাড়ি টিকা নিয়ে আসাটা ঝুঁকিপূর্ণ। একটি নিরাপদ টিকা তৈরী করার জন্য সাধারণত সময় আরও বেশি লাগে। এ ছাড়া টিকার নামকরণ হচ্ছে কোম্পানির নামে। যেমন-ফাইজারের টিকা, মডার্নার টিকা বা অক্সফোর্ডের টিকা। অথচ টিকা উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। এতেই বোঝা যায়, টিকা নিয়ে বড় ধরনের বাণিজ্য হবে। মার্কিন সরকার ফাইজার ও মডার্নার টিকার ডোজ কিনছে ১৫ দশমিক ২৫ ডলার থেকে ১৯ দশমিক ৫০ ডলারে। বাকি পৃথিবীর কাছে মডার্না টিকা বিক্রি করবে ২৫ থেকে ৩৭ ডলারে। এমনকি ১৯ দশমিক ৫০ ডলারে টিকা বিক্রি করা হলেও ফাইজার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ মুনাফা করবে। ওষুধ কোম্পানিগুলো এই টিকা থেকে বড় অঙ্কের মুনাফা করবে।

কোভিড-১৯ দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা আবারও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: রুহুল হক বলেন, জেলা পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যন্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো আছে, কিন্তু সেই কাঠামোর ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা আছে। কোভিড সেই দুর্বলতাকে আমাদের সামনে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। এই অবস্থা থেকে এখন উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে। পাশাপাশি, যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাসের যে নতুন স্ট্রেইন (প্রবণতা) পাওয়া গছে, সে ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন। টিকা নতুন এই ধরনের স্ট্রেইনের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর হবে তা নিয়েও সংশয় থেকেই গেছে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্য ফেরত মানুষদের কোয়ারেন্টিন আরও কার্যকর করা দরকার বলে মনে করেন তিনি।

টিকা জাতীয়তাবাদ

মুশতাক রাজা চৌধুরী টিকা নিয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ধনী দেশগুলোতে পৃথিবীর মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষের বসবাস হলেও তারা অর্ধেকের বেশি টিকা কিনে রেখেছে। এতে বিশ্বের ৬৭টি দরিদ্র দেশের প্রতি ১০ জনের মধ্যে নয়জন টিকা থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ ধনী দেশগুলোর নিজেদের জনগণকে তিনবার দেওয়ার মতো টিকা মজুত করে রেখেছে। আর কানাডার কাছে তাদের সমগ্র জনগণকে পাঁচবার দেওয়ার মতো টিকা মজুত আছে। ফলে টিকাকে কেন্দ্র করেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেটে ড. মুহাম্মদ ইউনুস যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা থেকে উদ্ধৃত করেন মুশতাক রাজা। অধ্যাপক ইউনুস বলেছেন, টিকাকে প্রয়োজনীয় জেনেরিক ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সব দেশ যেন টিকা পায় সেটা নিশ্চিত করতে এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকা চলবে না। টিকার মূল্য ও বিতরণ পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে একজন আর্বিট্রেটর (মধ্যস্থতাকারী) থাকবেন, তাঁর কথাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ড. সারওয়ার হোসেন বলেন, উন্নত দেশগুলো এভাবে অর্ধেকের বেশি টিকা প্রি-অর্ডার (আগাম ক্রয়াদেশ) করে রাখায় দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশগুলো বিপদে পড়বে। সেরাম ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহীকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের টিকা উৎপাদনের যে ক্ষমতা তাতে পৃথিবীর সব টিকাযোগ্য মানুষকে এর আওতায় আনতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। ভালো টিকা কেনা উচিত বলে মত দেন সারওয়ার হোসেন। এই প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, সরকার সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যে প্রাক-চুক্তি করেছে তা কতটা যথাযথ? উত্তরে সারওয়ার হোসেন বলেন, সরকার এ ক্ষেত্রে সঠিক কাজটি করেছে। দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন উল্লেখ করে সারওয়ার হোসেন বলেন, দেশে অনেক বিত্তবান মানুষ আছেন, সামর্থ্যবান মানুষ আছেন, তাদের বিনা মূল্যে টিকা না দিলেও চলবে। বরং তাঁদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা নেওয়া হলে টিকা কেনা ও প্রয়োগ বাবদ সরকারের ব্যয়ভার কমানো সম্ভব হবে। সারওয়ার হোসেন আরও বলেন, দেশের বেসরকারি ওষুধ কোম্পানিগুলোও টিকা আমদানি বা উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ তাদেরও এক ধরনের সক্ষমতা রয়েছে। সেটা কাজে লাগানো উচিত। এ ছাড়া টিকা নিয়ে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি শুরু হয়েছে, সেখানে আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে আরও সোচ্চার থাকতে হবে। কোভ্যাক্সের টিকায় আমাদের অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তাজউদ্দিন শিকদার অবশ্য টিকা জাতীয়তাবাদ নেতিবাচক মনে করেন না। সবাই নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

টিকার ব্যাপারে এখনো অনেক কিছুই অজানা

তবে টিকার ব্যাপারে এখনো অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে বলে জানান মুশতাক রাজা চৌধুরী। এই টিকা কত দিন সুরক্ষা দেবে, সব বয়সের জন্য তা ভালো কি না, নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রে তা সমানভাবে কাজ করবে কি না, নতুন যে স্ট্রেইন পাওয়া গেছে, তার বিরুদ্ধে টিকা কার্যকর কি না, এসব নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে বলে জানান তিনি। বৈজ্ঞানিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি টিকার অর্থায়ন ও সমতাভিত্তিক বিতরণ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই গেছে।

বাংলাদেশের পরিকল্পনা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৮০ শতাংশ মানুষকে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কোভ্যাক্স থেকে ৬ দশমিক ৮ কোটি ও ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে ৩ কোটি টিকা পাওয়া যাবে। কোভিড সমন্বয় কমিটি একটি টিকার তালিকা প্রণয়ন করবে।

জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন ধাপে যে টিকা দেওয়া হবে তা নিম্নরূপঃ

ধাপ	পর্যায়	শতাংশে জনসংখ্যা	যতজন টিকা পাবেন
প্রথম	১ (এ)	৩ %	৫১,৮৪,২৮২
প্রথম	১ (বি)	৭ %	১,২০,৯৬,৬৫৭
দ্বিতীয়	২	১১-২০ %	১,৭২,৮০,৯৩৮
তৃতীয়	৩	২১-৪০ %	৩,৪৫,৬১,৮৭৭
চতুর্থ	৪	৪১-৮০ %	৬,৯১,২৩,৭৫৪
মোট			**১৩,৮২,৪৭,৫০৮**

সূত্রঃ প্রথম আলো, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০।

পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চয়তা

আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে টিকা প্রয়োগ শুরুর কথা ভাবছে বাংলাদেশ। তবে মূলত অক্সফোর্ডের টিকার ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হুমকি হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করেন মুশতাক রাজা চৌধুরী। সে জন্য চীনা ও রুশ টিকার কথা আমরা বিবেচনা করব কি না, তাও আমাদের ভাবতে হবে। অন্যদিকে ফাইজার ও মডার্নার টিকা যে তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়, তা নিয়ে আমাদের বাস্তব কিছু সমস্যা আছে। সামগ্রিকভাবেও মজুত ও পরিবহনের যথাযথ ব্যবস্থা আছে কি না, তাও বড় এক প্রশ্ন। এ ছাড়া বয়স্ক মানুষেরা টিকার আওতার বাইরে থেকে যাবেন, এমন অনিশ্চয়তাও আছে। পাশাপাশি জনগণকেও এর জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সমাজকে যুক্ত করতে হবে। এনজিও ও নাগরিক সমাজের এখানে বড় ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচিতে এদের বড় ভূমিকা ছিল।

মুশতাক রাজা চৌধুরীর সাথে সহমত পোষণ করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, টিকা বৈজ্ঞানিক না বাণিজ্যিক পণ্য, তা ঠিক করতে হবে। এর দাম নির্ধারণে কি বাণিজ্যিক মানদণ্ড কাজ করবে, নাকি এটিকে সাধারণ গণ-পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে, এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে বলে তিনি মত দেন, যেখানে সরকারের সঙ্গে বেসরকারি খাতেরও অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

বিতরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার কখনো বলেছে, টিকা বিনা মূল্যে দেওয়া হবে। আবার কখনো বলেছে, স্বল্পমূল্যে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা দরকার বলে তিনি মত দেন। এ ছাড়া টিকা বিতরণে জাতীয় কমিটি কাজ করছে। সরকার অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনকার ৪ ডলারের টিকা ৫ ডলারে কিনতে চলেছে। সরকার ১৫০ কোটি ডলারের ঋণ চাচ্ছে। তবে সামগ্রিকভাবে পুরো জনগোষ্ঠীকে (১৮ বছরের উর্ধ্বে) এই টিকা প্রয়োগে সরকারের ২০০ থেকে ২৫০ কোটি ডলার ব্যয় হবে। এতে জিডিপির ০.৫ থেকে ০.৭৫ শতাংশ ব্যয় হতে পারে। এখন সরকার বিদেশি ঋণ ছাড়া এই অর্থায়ন করতে পারবে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। আর বৈদেশিক সাহায্য কোথা থেকেই বা আসবে, সেটাও বড় জিজ্ঞাসা।

অধ্যাপক ড. রুমানা হক বলেন, টিকা কীভাবে আনা হচ্ছে, কীভাবে দেওয়া হবে, কারা দেবে ও নেবে, মজুত ও পরিবহন হবে কীভাবে, এসব ব্যাপারে সরকারের সমন্বিত একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার। তার পরামর্শ হচ্ছে, শহরাঞ্চলের টিকাদানের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। তিনি বলেন, দেশের গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকর্মীদের যেরকম নেটওয়ার্ক আছে, শহরে সেরকম নেই। আবার কার পরে কে টিকা পাবে, তারও বিশদ পরিকল্পনা থাকা দরকার। এতে মানুষ অন্তত বুঝতে পারবে, তারা কবে এই টিকা পাবে। এই প্রেক্ষিতে সরকারকে দীর্ঘ মেয়াদি টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সরকার সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে টিকা নেবে বেক্সিমকোর মাধ্যমে। একই সঙ্গে আরও চার-পাঁচটি কোম্পানির সঙ্গেও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে বলে তিনি মত দেন।

এই প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, টিকাদানে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার যে কথা বলা হচ্ছে, তা নিয়ে এক ধরনের শঙ্কা রয়েছে। বেসরকারি খাত এটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। এর আগে কোভিড টেস্টে বেসরকারি খাতের দুর্নীতির খবর আমার পেয়েছি, তাই মনে শঙ্কা থেকেই যায়।

অন্যদিকে মহামারি শুরু হওয়ার পর আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমাদের সক্ষমতা কোথায়, দুর্বলতাই বা কোথায়, এসব বেরিয়ে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে এখন টিকাদানের ক্ষেত্রেও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা দরকার বলে মনে করেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক রওনক জাহান। পরিকল্পনা প্রসঙ্গে রওনক জাহান আরও বলেন, পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর একটি, কিন্তু বাস্তবায়নে আমরা সেই সফলতা দেখাতে পারি না।

অন্যদিকে কোভিড ব্যবস্থাপনায় জেলা পর্যায়ে যত কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার দায়িত্ব সিভিল সার্জনকে না দিয়ে জেলা প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুহুল হক মনে করেন, এই দায়িত্ব পেশাজীবী হিসেবে সিভিল সার্জনকে দেওয়া উচিত ছিল। এই পর্যায়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য পেশাজীবীদের দায়িত্ব না দিয়ে এভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে তার মতামত জানতে চাইলে রুহুল হক বলেন, সে ব্যাপারে তিনি অবগত নন।

টিকার বৈজ্ঞানিক দিক

সাধারণত একটি টিকা আবিষ্কার করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১০ থেক ১৫ বছর লেগে যায়, কিন্তু কোভিডের টিকা মাত্র ১০ মাসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এটিকে অনেক বড় ঘটনা বলে মনে করেন ড. ফেরদৌসী কাদরী। তবে সব টিকারই কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে টিকাকরণের দিকে যেতে হবে বলে মনে করেন তিনি। এই পর্যায়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য টিকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে যে সংশয় রয়েছে তা কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে তার মতামত জানতে চান এবং আমাদের জাতীয় কমিটি এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াকে কীভাবে দেখছেন তা জানতে চান। উত্তরে ফেরদৌসী কাদরী বলেন, টিকা দেওয়ার পর সমস্যা হলো কি না, তা সব সময়ই খেয়াল রাখা হয়। এটা টিকাকরণ প্রক্রিয়ারই অংশ। উন্নত দেশের যে ঝুঁকি আছে, এ ক্ষেত্রে আমাদেরও একই ঝুঁকি আছে। তবে টিকাকরণ শুরু না হলে বোঝা যাবে না, এটা কতটা নিরাপদ। সে জন্য টিকাকরণ শুরু করতে হবে। পাশাপাশি, হাত ধোয়া থেকে শুরু করে সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। আর জনগোষ্ঠীর সবাইকে তো টিকা দেওয়া সম্ভব নয়- বয়স, শারীরিক অবস্থা এসবের ওপর তা নির্ভর করবে। ৮০ শতাংশের মতো মানুষকে টিকা দেওয়া হবে। এত মানুষকে টিকা দিতে কত টিকা লাগবে, অর্থায়ন কীভাবে হবে, সেটাই প্রশ্ন। এসব মাথায় নিয়েই আমাদের এগোতে হবে।

টিকা উৎপাদন না আমদানি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অনেক দেশ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে টিকা উৎপাদন করছে। বড় কোম্পানি বা দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়েছে তারা। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটও সে কাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সেরকম কথা শোনা যাচ্ছে না (তবে গ্লোব বায়োটেক নিজেরা উৎপাদন করছে বলে দাবি করছে)। এই প্রসঙ্গে রওনক জাহান বলেন, 'আমাদের ওষুধ কোম্পানিগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি কোম্পানি টিকা উৎপাদনের সামর্থ্য বা সক্ষমতা রাখে বলেই মনে করি, যদিও সবাই তা পারবে না।' এই প্রসঙ্গে ফেরদৌস আরা বলেন, ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের টিকা খুবই উন্নত মানের। সেটা ব্যবহার করা হলে ভালোই হবে। তবে আমরাও চেষ্টা করছি প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে টিকা উৎপাদন করা যায় কি না। আগামী এক বছরের মধ্যে আমাদের প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখবে বলে আশা করি। তখন শুধু উৎপাদন নয়, বাংলাদেশ টিকা

রপ্তানিও করতে পারবে। তবে বাজারে চাহিদা থাকতে হবে। সাংসদ অধ্যাপক ডা: হাবিবে মিল্লাত বলেন, দেশের বেশ কয়েকটি ওষুধ কোম্পানি কিছু কিছু টিকা উৎপাদন করছে। তবে এই টিকা উৎপাদন করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন লাগবে, সক্ষমতা আরও কিছুটা বাড়াতে হবে। চেষ্টা করলে আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে নিজেদের টিকা আমরা নিজেরাই উৎপাদন করতে পারব বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

সংরক্ষণ-বিতরণ

দেশে যখন শিশুদের জন্য সর্বজনীন টিকা কার্যক্রম শুরু হয়, তখন যেসব সংরক্ষণ ও বিতরণের দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা ছিল, এখন তা নেই বলে মনে করেন কোল্ড চেইন বিশেষজ্ঞ হামিদুল ইসলাম। এখন তা অনেক সহজই বলা যায়। তবে কাজটা নি:সন্দেহে অনেক চ্যালেঞ্জিং। ইপিআইয়ের ৬৯২টি পয়েন্টে এটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তবে মাইনাস ৬০ বা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর থেকে বেশি তাপমাত্রায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আর এটি পরিবহন করতে হয় কোল্ডবক্সে। সেই কোল্ডবক্স যথেষ্টে পরিমাণে মজুত আছে বলে তিনি জানান। তবে সব একবারে ধারণ করা সম্ভব নয়। সে জন্য একবারে যতটুকু ধারণ করা যাবে, ততটুকুই আনতে হবে।

টিকা কারা পাবে?

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুহুল হক বলেন, দেশের মানুষের টিকা নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। তবে সব মানুষের টিকা প্রয়োজন হবে না। ব্যাপক পরিসরে অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হলে বোঝা যেত, কার টিকা প্রয়োজন, কার প্রয়োজন নেই। এটার জন্য জাতীয় তথ্যভাণ্ডার থাকলে সুবিধা হতো। তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। সরকারও রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

অণুজীববিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল সিঙ্গাপুর থেকে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। তিনি বলেন, সবার টিকা দরকার নেই। অসুস্থ, কোভিড থেকে সেরে উঠেছেন ও শরীরে অ্যান্টিবডি আছে, ১৮ বছরের নিচে বয়স, এমন মানুষের টিকার দরকার নেই। আর কার শরীরে অ্যান্টিবডি আছে, তা নিরূপণে অ্যান্টিবডি টেস্ট করা যায়। টিকা আসলে প্রথমেই চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শুরু করে পুলিশ, সাংবাদিক ও সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের দিতে হবে। এরপর বিবেচনায় নিয়ে আসা উচিত তাঁদের, যাদের কল্যাণে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে- তৈরি পোশাক কর্মী, রপ্তানির অন্যান্য খাত ও ওষুধ খাতের কর্মীরা। তবে পাঁচ বছরের আগে টিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, এটি আদৌ শতভাগ কার্যকরী কি না। এই প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করেন, কেউ যদি টিকা নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন কি না। উত্তরে বীজন কুমার শীল বলেন, 'হ্যাঁ, তিনি সেটা করতে পারেন'। তিনি সরকারের জন্য তাঁর দুটি সুপারিশ তুলে ধরেন: ১. যাদের প্রয়োজন, টিকা যেন তাদেরই দেওয়া হয়, ২. টিকা দেওয়ার পর সেটি কাজ করছে কি না, তাও যেন পর্যবেক্ষণ করা হয়। রওনক জাহান এই প্রসঙ্গে বলেন, জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে চাইব, টিকা দানের ক্ষেত্রে বয়স্ক নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা আমলে নিতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা: রশিদ-ই-মাহবুব এই প্রসঙ্গে বলেন, সন্দেহ নেই, ক্ষমতাবানেরাই প্রথম এই টিকা পাবেন। তাঁর আশঙ্কা, টিকাদান নিয়েও দেশে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। আর সরকার হয়তো আইন করে বেসরকারি খাতে টিকা আমদানি বন্ধ করতে পারবে, কিন্তু বেআইনি পথ তো খোলা আছে, সেটা বন্ধ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাঁর পরামর্শ, বেসরকারি খাতকে বৈধভাবে কিছু টিকা আমদানি করতে দেওয়া হোক। অনেকে তা করতেও চাচ্ছে। এতে ক্ষমতাবানেরা বেসরকারি খাত থেকে টিকা নিতে পারবেন এবং সরকারের ওপর চাপ তাতে কিছুটা কমবে। তিনি আরও বলেন, এ প্রেক্ষিতে সরকারের উচিত হবে, কোভিড চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসার প্রটোকলে অন্তর্ভুক্ত করা।

তাজউদ্দিন শিকদার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা ধরে নিচ্ছি, দেশের ১৭ কোটি মানুষই টিকা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বাস্তবতা ঠিক সেরকম নয়।' মানুষকে টিকা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়নি। টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সুপারিশ হলো, প্রথমে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে (ধরা যাক ১০০০) পরীক্ষামূলকভাবে টিকা দেওয়া হোক। এই টিকা বাংলাদেশের

আবহাওয়া এবং মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে তৈরি করা হয়নি। সে জন্য টিকা যে ঠিকভাবে কাজ করবে, তা বলা যাবে না। দ্বিতীয়ত, সবকিছু খুলে দেওয়া হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত খুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু সরকারের পরিকল্পনায় দেখা গেল, শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের তৃতীয় পর্যায়ে টিকা দেওয়া হবে। অথচ তাঁদের সবার আগে টিকা দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত খুলে দেওয়া দরকার। এমনিতেই অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ক্ষতি আর বাড়ানোর মানে হয় না। সে জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত খুলে দিতে শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের দ্রুত টিকার আওতায় আনতে হবে। তৃতীয়ত, টিকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় কি না, তা পর্যবেক্ষণের জন্য শক্তিশালী কমিটি গঠন করা দরকার। এই প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানতে চান, এই বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সংগঠনগুলো কী ভূমিকা পালন করতে পারে? জবাবে তাজউদ্দিন বলেন, বড় পরিসরে না হলেও ছোট পরিসরে এই সংগঠনগুলো টিকা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তথ্যের স্বচ্ছতা

সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে তা ঠিক, তবে একই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে সরকারের এই কার্যক্রমের তথ্য যেন সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছায়। অধ্যাপক রওনক জাহান বলেন, চীনের উহানে রোগের তথ্য লুকানোর যে চেষ্টা করা হয়েছিল, তার ফল ভালো হয়নি। আবার প্রতিদিন শনাক্তের সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ বন্ধ করা হলো, এটাও ঠিক হয় নি বলে তিনি মনে করেন।

অধ্যাপক ডা: সানিয়া তাহমিনা বলেন, বৈজ্ঞানিক কারণে টিকা নিয়ে যতটা না মাতামাতি হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি মাতামাতি হচ্ছে বাণিজ্যিক কারণে। তবে তিনি মনে করেন, টিকাই একমাত্র সমাধান নয়। যেমন, কলেরা রোগ শুধু টিকা দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি, স্বাস্থ্যবিধি বা নিরাপদ খাবার পানীয় নিশ্চিত করতে না পারলে কিন্তু কলেরা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো না। কোভিডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, স্বাস্থ্যবিধি না মানলে শুধু টিকা দিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

টিকাদানে সক্ষমতা

১৯৮০-এর দশক থেকে দেশে শিশুদের সর্বজনীন টিকা দেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশর অভিজ্ঞতা কম নয়। সাংসদ হাবিবে মিল্লাত বলেন, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত কোভিড মোকাবিলায় ভালো অবস্থানে আছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় দেশে মৃত্যুহারও কম, যদিও এভাবে মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়। টিকাদানের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে বাংলাদেশের সুনাম আছে, অনেক দিন ধরেই এ কার্যক্রম চলছে। টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয়। তবে গ্রামেগঞ্জে মানুষ যেভাবে ঘোরাফেরা করছে তাতে মনে হয় না তারা টিকা নিতে অতটা উৎসাহী হবেন। তবে টিকা কিনতে অনেক অর্থেরও প্রয়োজন। সে জন্য বাংলাদেশ ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করছে। চরাঞ্চল বা গ্রামের মানুষের মধ্যে যে ধরনের উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে, তাতে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ প্রচারণার প্রয়োজন আছে কি না এবং সে ক্ষেত্রে সরকার-বেসরকারি খাত-এনজিওর অংশীদারত্বের সুযোগ আছে কি না, এ বিষয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সাংসদের কাছে জানতে চাইলে মাননীয় সাংসদ হাবিবে মিল্লাত বলেন, সরকার কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রামে যান, দেখবেন, ৯৫ শতাংশ মানুষ মাস্ক পরে না। সেখানে কিন্তু অত মানুষ আক্রান্তও হয়নি। আর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঘাটতি কিছু থেকে যায়। চিকিৎসকের অপ্রতুলতা আছে, সেটা আমরা সবাই জানি। এই সংকট মোকাবিলা করা দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার।

জাতীয় সংসদের ভূমিকা

কোভিড মোকাবিলায় নেতৃত্ব জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের হাতে নয়, প্রশাসনের হাতে। সংসদেও এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। এই বিষয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মাননীয় সাংসদের কাছে জানতে চান, কোভিড মোকাবিলায় যে পরিকল্পনা হয়েছে তার বাস্তবায়ন ও স্বচ্ছতা নিয়ে কি সংসদে খুব শিগগির আলোচনা হবে? এ প্রসঙ্গে হাবিবে মিল্লাত বলেন, দেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নামে সুন্দর একটি ব্যবস্থা আছে। আগে মন্ত্রীই সাধারণত এই কমিটির সভাপতি হতেন, কিন্তু এখন তা হচ্ছে না। এতে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক সম্প্রতি হয়নি, শিগগিরই হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্য

ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে অনেকেই লিখিত আকারে তাদের মতামত প্রদান করেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুলের সেলিমা আমিন। তিনি লেখেন, 'টিকা দেওয়ার জন্য এত মানুষ আমরা কোথায় পাব? তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কি? আর কোভিড টিকাদানে সরকারের ইপিআই ব্যবহার করার কথা বলা হচ্ছে, তাতে শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়'। অর্ক চক্রবর্তী লেখেন, 'টিকাদান কর্মসূচিতে যেন দেশের যুবসমাজকে ব্যবহার করা হয়। আর জাতীয় সংসদের নেতৃত্বে সর্বদলীয় কমিটি করে টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হোক। ব্র্যাকের মোরশেদা চৌধুরী লেখেন, 'টিকায় যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হবে, সেটা কত দিন টিকবে, তা আমরা জানি না। আর টিকা দেওয়া হবে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষকে। সেটাও করা হবে ধাপে ধাপে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় গণ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠবে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।'

সভাপতির সমাপনী মন্তব্য

পরিশেষে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বলেন, টিকা কীভাবে ও কোথা থেকে আনা হবে এবং কারা আগে পাবে, এই সব আলোচনা হলো। পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো টিকাদানে যুক্ত হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা হলো। তবে স্বাস্থ্য খাতের সক্ষমতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এই আলোচনা আয়োজনের কারণ পূনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চর্চার যে পরিস্থিতি, তাতে আমাদের মনে সংশয়, পিছিয়ে পড়া মানুষেরা না টিকা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। একদিকে আমরা বলব, টিকাকে বৈশ্বিক সাধারণ পণ্য হিসেবে ঘোষণা করতে হবে, অন্যদিকে দেশের মধ্যে বৈষম্য করা হবে, এটা দ্বিচারিতা। টিকার প্রাধিকার নির্বাচনে বয়স, পেশা, অবস্থান ও শারীরিক অবস্থা এসব নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তার মধ্যেও যে মানুষেরা এমনিতেই পিছয়ে আছেন, অথবা যাদের আমরা ঠেলে পেছনে সরিয়ে রাখছি, এই বৈষম্যপূর্ণ সমাজে সেই মানুষেরা বঞ্চিত হয় কি না বা সরকারের ভালো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই বাস্তবতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকেই যায়। সেই দুশ্চিন্তা থেকেই এই সংলাপের আয়োজন। এখন সেই দুশ্চিন্তা আরও বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে, আমরা দেখলাম, কোভিড মোকাবিলায় সরকার যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করল, পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণীত হলেও বাস্তবায়ন ঠিকঠাক হলো না। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কারণে সঠিক নীতিও বেঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ। এটি অব্যাহত রাখতে সবার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে সরকার, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের জবাবদিহির জায়গা থাকতে হবে। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম তার তৃণমূলের শতাধিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে এই বিষয়টি পরিবীক্ষণের মধ্যে রাখবে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ২০২১ সালে সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু হবে টিকাদান কর্মসূচি। সে জন্য ২০২০ সালের শেষভাগে আমরা এই আলোচনা করলাম। টিকা সর্বজনীন পণ্য হোক। পিছিয়ে পড়া মানুষেরা যেন বঞ্চিত না হয়, সেটাই আমরা চাই।

Platform Briefing Notes

Briefing Note 01: **Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors' in COVID-19 Response Activities.** (June 2020)

Briefing Note 02: **Post-'General Holidays' Health Risks.** (June 2020)

Briefing Note 03: **New Challenges for SDGs and Budget 2020-21.** (October 2020)

Briefing Note 04: **Experiences From the Current Situation at the Grassroots Level.** (October 2020)

Briefing Note 05: **Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives.** (October 2020)

Briefing Note 06: **Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages.** (Upcoming)

Briefing Note 07: **City Court Act: Proposed Guidelines and Feasibility of Its Implementation.** (Upcoming)

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সূচনা বক্তব্য

আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ
সমন্বয়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সভাপতি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রারম্ভিক উপস্থাপনা

ড. মুশতাক রাজা চৌধুরী
আহ্বায়ক
বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

বিশেষ অতিথি

জনাব আ.ফ.ম রুহুল হক, এমপি
মাননীয় সংসদ সদস্য

অধ্যাপক ডা: জনাব মোঃ হাবিবে মিল্লাত, এমপি
মাননীয় সংসদ সদস্য

আলোচকবৃন্দ

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রফেসর ডা: রশিদ-ই-মাহবুব
সাবেক উপ-উপাচার্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

ড. বিজন কুমার শীল
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী

ড. ফেরদৌসী কাদরী
প্রধান, ইমিউনোলজি এবং ভ্যাক্সিনোলজি বিভাগ
আইসিডিডিআরবি

জনাব হামিদুল ইসলাম
কোল্ড চেইন (টিকা সংরক্ষণ) বিশেষজ্ঞ
ইউনিসেফ

অধ্যাপক ড. রুমানা হক
অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ তাজউদ্দিন শিকদার
বিভাগীয় প্রধান এবং সহযোগী অধ্যাপক
পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ সারওয়ার হোসেন
সাবেক সিনিয়র ম্যানেজার
ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: প্রতীক বর্ধন, অভ্র ভট্টাচার্য এবং অন্বেষা জাফরিন।
সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সহ-আয়োজক

BANGLADESH HEALTH WATCH

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

UNDP · actionaid · Canada · Centre for Policy Dialogue · christian aid · Friedrich Ebert Stiftung · ICCO Cooperation · PLAN International · WaterAid

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

জানুয়ারী ২০২১

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net